

‘কালো দিবসে’ দেশবাসীর প্রতি বাম গণতান্ত্রিক জোটের আহ্বান

দুঃশাসন অবসানে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন



২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিনের ভোট রাতে সিল মেরে অবৈধভাবে পুনঃক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর '২০ বাম গণতান্ত্রিক জোটের আহ্বানে দেশব্যাপী 'কালো দিবস' পালিত হয়। দুই বছর পূর্বে ওই দিনে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে যে প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিবাদে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিল এবং সারাদেশে কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ-কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল এবং প্রহসনের সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবৈধ ও জনসমর্থনহীন সংসদ গঠিত হয়েছিল। অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের ফ্যাসিস্ট শাসনে আজ জর্জরিত গোটা দেশের জনগণ।

কালো দিবসে জোটের সমন্বয়ক সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতনের সভাপতিত্বে পুরানা পল্টন মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদের কেন্দ্রীয় সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী, বাসদ মার্কসবাদী'র কেন্দ্রীয় নেতা আ ক ম জহিরুল ইসলাম, ইউসিএলবি'র কেন্দ্রীয় সদস্য নজরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা সিরাজুম মুনির, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সভাপতি হামিদুল হক। সভা পরিচালনা করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা আকবর খান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ দুই বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ভোট ডাকাতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেই নির্বাচনকে ভুয়া নির্বাচন এবং গঠিত সরকারকে ভুয়া সরকার বলে অভিহিত করেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল, ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ এবং পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। ঘোষিত দাবি আদায়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ ময়মনসিংহে পুলিশ কর্তৃক বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমাবেশে বাধা প্রদান ও গ্রেফতারের নিন্দা জানান।

সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে কালো পতাকা বিক্ষোভ মিছিল কয়েক দফা পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়। মৎস্য ভবনের সামনে পুলিশি বাধা অতিক্রম করে বিক্ষোভ মিছিল শাহবাগে গেলে দ্বিতীয় দফায় বাধা দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশের আক্রমণে নেতৃবৃন্দ আহত হন। শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা ও আক্রমণের ঘটনায় নেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।